দৈনিক সংবাদ

তারিখ ... 12 JUL 1997 ... ...
পৃষ্ঠা ১ কলাম ... ২ .....

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

ছাত্রলীগের ২ জন বহিষ্কার ।। ক্যাম্পাস থেকে বহুজাতিক গ্রুপের বিদায়

বিশ্ববিদ্যালয় সংবাদদাতা ।। ছাত্রলীগের অভ্যন্তরীণ কোন্দলে ইমাম হোসেন তনাই নিহত হওয়ার পর তনাইকে সুপরিকল্পিত ও নির্মমভাবে হত্যার অভিযোগে বাংলাদেশ ছাত্রলীগ (শা–পা) কেন্দ্রীয় কমিটি বহুজাতিক গ্রুপের দুই নেতাকে সংগঠন থেকে বহিষ্কার করেছে। অপরদিকে মাদারিপুর–শরীয়তপুর গ্রুপটি বহুজাতিক গ্রুপের নেতা–কর্মীদেরকে ফজলুল হক হল ও শহীদুল্লাহ হল থেকে মারধর করে বের করে দিয়ে নিজেদের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করেছে এবং এ গ্রুপটি ক্যাম্পাসে তাদের একক নিয়ন্ত্রণ বা আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করেছে। গতকাল শুক্রবার ছাত্রলীগ কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি এনামুল হক শামীম এবং সাধারণ সম্পাদক ইসহাক আলী খান পান্না স্বাক্ষরিত এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, বাংলাদেশ ছাত্রলীগ জাতীয় কার্যকরী সংসদের জরুরি সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক খুন, সন্ত্রাস, চাঁদাবাজি, বিএনপি'র সাথে আঁতাত এবং সর্বশেষ ঢাকা মহানগর উত্তর শাখার সহ–পাঠাগার সম্পাদক ইমাম হোসেন তনাইকে সুপরিকল্পিত এবং নির্মমভাবে হত্যার সাথে জড়িত থাকার অভিযোগে ছাত্রলীগ কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য ফরিদ আহমেদ সেন্টু (সাদা সেন্টু) এবং ঢাকা মহানগর উত্তর শাখার সহ–সভাপতি শাহীন খানকে বহিষ্কার করা হয়েছে।

তনাই নিহত হওয়ার পর বহুজাতিক গ্রুপ ভীত হয়ে পড়ে। এ সুযোগে মাদারিপুর–শরীয়তপুর গ্রুপের কর্মীরা বহুজাতিক গ্রুপ নিয়ন্ত্রিত ফজলুল হক হল ও শহীদুল্লাহ হল দু'টিকে দখল করে নিয়ে তাদের পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করেছে।

গত বৃহস্পতিবার রাত ১১টার পর মাদারিপুর গ্রুপের কর্মীরা গিয়েও এ হল দু'টি তাদের নিয়ন্ত্রণে আনে। এর আগে তারা বহুজাতিক গ্রুপের ফজলুল হক হলে অবস্থানরত ৭/৮ জন নেতা–কর্মীকে মারধর করে বের করে দেয়। বহুজাতিক গ্রুপের অংশ বরিশাল গ্রুপটি তাদের গ্রুপ পরিবর্তন করে বর্তমানে মাদারিপুর–শরীয়তপুর গ্রুপে যোগ দিয়েছে। ফলে ক্যাম্পাসে এখন বহুজাতিক গ্রুপ বলতে আর কোন গ্রুপ রইল না। এখন ছাত্রলীগের মধ্যে যে দু'টি গ্রুপ রয়েছে তাকে বলা যায়, 'গোপালগঞ্জ গ্রুপ' এবং 'এন্টি গোপালগঞ্জ' গ্রুপ। গোপালগঞ্জ গ্রুপের যারা শহীদুল্লাহ হলে অবস্থান করত তারা আপনাআপনিই হল ছেড়ে চলে গেছে। এছাড়া তনাই হত্যাকান্ডের আগে সে ফজলুল হক হলের টিভি রুমে অবস্থান করছিল কি না এবং হত্যাকান্ডটি বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে সংঘটিত হয়েছে কি না তা তদন্তের জন্য ৩ সদস্যবিশিষ্ট একটি কমিটি করা হয়েছে। এ কমিটি ৭ দিনের মধ্যে তাদের রিপোর্ট জমা দেবে। এ হত্যাকান্ড প্রসঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের বক্তব্য হলো ঃ ইমাম হোসেন তনাই নামের নিহত ব্যক্তিটি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র নয় এবং কখনও ছিল না। প্রতিটি আবাসিক হলের গেটে পুলিশ প্রহরা এবং পরিচয়পত্র দেখে হলে প্রবেশের ব্যবস্থা থাকায় বহিরাগতদের হলের ভেতরে অবস্থান করার সুযোগ নেই। তবে যেহেতু ফজলুল হক হলের টিভি কক্ষটি হলের মূল ভবনের বাইরে অবস্থিত, সেহেতু সেখানে অনেক কর্মকর্তা–কর্মচারীর ছেলেমেয়েরা ও আশপাশের কেউ কেউ টিভি দেখতে আসে এবং সেখানে পুলিশ পাহারা থাকে না। উল্লেখ্য, হত্যাকান্ডটিও বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় সংঘটিত হয়নি বলে জানা যায় এবং নিহত ব্যক্তির মৃতদেহটি কার্জন হল চত্বর দেয়ালের বাইরে ফুটপাতে পাওয়া যায়। বিশ্ববিদ্যালয় বহির্ভূত কোন ঘটনার দায়দায়িত্ব বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের নেই।